সংবাদ

তারিখ 11 NOV 2012
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

বদলগাছীতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা হাতেকলমে কম্পিউটার শিখতে পারছে না

প্রতিনিধি, বদলগাছী, নওগাঁ

নওগাঁর বদলগাছী উপজেলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে কম্পিউটার শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। উপজেলার ৮টি কলেজ, ৩৪টি উচ্চ ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২০টি মাদ্রাসা ও ১টি ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট রয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে রয়েছে সরকারি ও নিজস্ব উদ্যোগে কেনা কম্পিউটার। কিন্তু বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার অনিয়মিতভাবে ব্যবহারের ফলে কম্পিউটারগুলি ধীরে ধীরে অকেজো হয়ে পরেছে। এসব প্রতিষ্ঠানে সরকারি নিয়মনীতি মেনে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং তারা যথারীতি সরকারি নিয়ম অনুযায়ী বেতন-ভাতাদি গ্রহণ করে আসছেন। তবে এখানকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বেশিরভাগ শিক্ষক অদক্ষ তাঁরা অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শুধু পাঠ্যবই পড়িয়ে যান।

বছরে দুই একবার শিক্ষার্থীরা শুধু কম্পিউটার স্পর্শ করতে পারে। শিক্ষাক্রম অনুযায়ী শিক্ষকদের কম্পিউটার সম্পর্কে ন্যূনতম যে নিয়মটুকু জানা দরকার তা অধিকাংশ শিক্ষকেরই জানা নেই। বছরের পর বছর চাকরি করে সামান্য বায়োডাটা তৈরি করতে অনেক শিক্ষকদের যেতে হয় বদলগাছী উপজেলার বিভিন্ন কম্পিউটারের দোকানে। সরকারি নীতি অনুযায়ী যা জানা দরকার কম্পিউটারের ইতিহাস, ওয়ার্ড প্রসেসিং, ডাটাবেজ, কম্পিউটার প্রোগ্রামিং, ইন্টারনেট কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষকেরই এ বিষয়ে তেমন কোন অভিজ্ঞতা নেই। কারণ মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে এসব অদক্ষ শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, এসব কম্পিউটার শিক্ষকরা বিভিন্ন কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েশন পাস করার পর যে কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ৬ মাসের ডিপ্লোমা কোর্সের সার্টিফিকেট নিয়ে শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছেন। আবার অনেকেই অসৎ পন্থায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে পাওয়া কম্পিউটার ডিপ্লোমা কোর্সের সার্টিফিকেট দিয়ে চাকরিতে যোগদান করেছেন। সরকারিভাবে এসব শিক্ষকদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হলেও এতে কোন ফল আসছে না। এ কারণে অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়ার ভয়ে নিয়মিত ক্লাস নিতে অনীহা প্রকাশসহ ওই বিষয় সম্পর্কে তাদের নিরুৎসাহিত করছেন। এ কারণে শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার বিষয়ে পড়ার আগ্রহ থাকলেও তারা কম্পিউটার শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অপরদিকে দক্ষ শিক্ষক না থাকায় শিক্ষার্থীরা বছরের পর বছর পাঠদান সম্পন্ন করেও হাতেকলমে কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারছে না।

এ ব্যাপারে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মো. আমিরুল ইসলামের সঙ্গে কথা বললে তিনি জানান, বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কম্পিউটার শিক্ষার ওপর জোর তাগিদ দিলেও শিক্ষকরা অনেকটাই পিছিয়ে আছেন। এবং এ উপজেলার কম্পিউটার শিক্ষার মান খুবই হতাশাজনক বলে তিনি মন্তব্য করেন।